

# শাদ্বানী ইনআশাও মুক্তির পথ

26-July-2018

ইসলামী বোনদের  
সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার  
সুন্নাতে ভরা বয়ান  
(Bangla)

(For Islamic Brothers)



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط  
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ  
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুল্লাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ তায়ালায় যিকির করণ অতঃপর যা ইচ্ছা করণ (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরুদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: اٰرْثَا ۙ يَا اٰيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا اَكْتَرُكُمْ عَلَى صَلَاةٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا ۙ  
 হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিন এর ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্য থেকে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করবে। (ফেরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস নং-৮২১০)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ السُّؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

## দু'টি মাদানী ফুল:

- (১) ভালো নিয়ত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভালো নিয়ত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়ত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো।  
 ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ **تَوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ، اذْكُرُوْا اللّٰهَ، صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب!** ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

**صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি একটি প্রচলিত নিয়ম যে, যখন একজন মুসলমান নেক আমল অর্থাৎ নেক কাজ করে তখন এর পরিবর্তে সে উত্তম প্রতিদান পায় এবং এই নেক আমল তার জন্য দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাতে রব তায়ালার দরবারে সম্মান বৃদ্ধি এবং তার মুক্তির মাধ্যম হয় আর যখন কোন মুসলমান মন্দ আমল অর্থাৎ গুনাহ করে তবে এর পরিবর্তে সে কঠোর শাস্তি পায় এবং সে ধ্বংসের শিকার হয়। আজ দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সূনাত্তে ভরা ইজতিমায় আমরা এমন আমল সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করবো, যা প্রত্যেক মুসলমানের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েই সম্মান বৃদ্ধি এবং মুক্তি উপায় হয়ে থাকে। আসুন! বনী ইসরাঈলের একজন ইবাদত গুজারের গুনাহ থেকে বাঁচার ঘটনা শ্রবণ করি।

## হে নফস! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো!

বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি খুবই ইবাদত গুজার ছিলো। সে রাতে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে লিপ্ত থাককো এবং দিনে ঘুরেফিরে কিছু মালামাল মানুষের নিকট বিক্রি করতো। সে প্রায় নিজের নফসের পরিসংখ্যান (অর্থাৎ নিজের আমল সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা যাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিভাষায় (Term) ফিক্কে মদীনা বলা হয়) করে বলে: “হে নফস! আল্লাহকে ভয় করো।” একদিন সে প্রতিদিনের মতো নিজের ঘর থেকে উপার্জনের জন্য বের হলো এবং ফেরি করতে করতে এক ধনীর দরজার

নিকট পৌঁছলো আর নিজের পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে হাক ছাড়লো। ধনীর স্ত্রী যখন এই সুদর্শন ব্যক্তিকে নিজের দরজার নিকট দেখলো তখন সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে গেলো এবং তাকে পণ্য নেয়ার বাহানা করে প্রাসাদের ভেতর ডেকে নিলো, অতঃপর তাকে বলতে লাগলো: হে ব্যবসায়ী! আমার মন তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে, আমার নিকট অনেক ধন সম্পদ আছে এবং চমকপ্রদ পোষাক আছে, তুমি এই কাজ ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে রেশমী পোষাক ও অনেক ধন সম্পদ দিবো। এই প্রস্তাব শুনে তার নফস সেই মহিলাটির প্রতি আসক্ত হতে লাগলো, কিন্তু দ্রুত সে নিজের অভ্যাস অনুযায়ী (নফসকে উদ্দেশ্য করে) বললো: “হে নফস! আল্লাহকে ভয় করো।” অতঃপর সেই মহিলাকে উত্তর দিলো: “আমি আমার প্রতিপালককে ভয় করি।” সেই মহিলা বলতে লাগলো: “তুমি আমার চাহিদা পূরণ করা ছাড়া এখান থেকে যেতে পারবে না।” সে ই ব্যক্তি আবারো বললো: “হে নফস! আল্লাহকে ভয় করো।” এবং মুক্তির উপায় ভাবতে লাগলো। অবশেষে সে মহিলাটিকে বললো: “আমাকে সুযোগ দাও যে, আমি ওয়ু করে দুই রাকাত নামায আদায় করে নিই।” অনুমতি পাওয়াতে সে ওয়ু করলো এবং ছাদে চলে গেলো, সেখানে সে দুই রাকাত নামায আদায় করার পর ছাদ থেকে নিচে উকি দিলো, এর উচ্চতা প্রায় বিশ গজ অর্থাৎ প্রায় ৬০ ফুট ছিলো। সে অসহায় ভাবে আকাশের দিকে তাকালো এবং আরম্ভ করতে লাগলো: “হে আমার দয়ালু রব! আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমার ইবাদতে লিপ্ত আছি, আমাকে এই আপদ থেকে মুক্তি দান করো।” একথা বলে সে ছাদ থেকে লাফ দিলো, আল্লাহ তায়ালা হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন: “যাও! আমার বান্দা মাটিতে পরার পূর্বেই তাকে সামলিয়ে নাও, কেননা সে আমার অসম্ভবির ভয়ে লাফ দিয়েছে।” হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام খুবই দ্রুত এসে সেই ব্যক্তিকে ধরে নিলো এবং মাটিতে বসিয়ে দিলো। (দুররাহুন না'সিহিন, ৩১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে নিজের আমলের পরিসংখ্যান করে তবে তার এই উত্তম অভ্যাস তাকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে, যেমন; এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, বনী ইসরাঈলের ঐ নেককার ব্যক্তির মন যখনই গুনাহের প্রতি

আসক্ত হচ্ছিলো, নিজের নফসের পরিসংখ্যা অর্থাৎ ফিক্কে মদীনার অভ্যাসের কারণে সাথেসাথেই তার মুখ থেকে এই বাক্যটি বের হলো: “হে নফস! আল্লাহকে ভয় করো।” অতঃপর তার উপর আল্লাহ তায়ালার ভয় এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করলো যে, সে গুনাহ করা থেকে বেঁচে গেলো, তাছাড়া এটাও জানা গেলো যে, বিপদের সময় নেক আমলই মানুষের কাজে আসে, অনেক সময় নেক আমলের কারণে আল্লাহ তায়ালার এমন সাহায্য করেন অর্জিত হয় যে, কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদও সহজ হয়ে যায়, এই কারণেই যখন সেই নেক ব্যক্তি গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের নেক আমলের ওসীলা পেশ করে সুউচ্চ ছাদ থেকে লাফ দিলো, তখন আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের কারণে প্রাণনাশ ও শরীরিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ রইলো। মনে রাখবেন যে, আমাদের শরীয়তে নিজেকে মৃত্যু মূখে পতিত করার অনুমতি নেই। তবে আমাদেরও উচিত যে, নিজের আমলের হিসাব করা অর্থাৎ এরূপ চিন্তা করা যে, আমি যে কাজ করছি, তা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা নয় তো, এভাবে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচার এবং অধিকহারে নেক আমল করণ, নেক আমলের কারণে শুধু রব তায়ালার সাহায্য অর্জিত হয় না বরং দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য সৌভাগ্যেও নসীব হয়ে থাকে, তাছাড়া নেকী গুনাহকে মিটানোর মাধ্যমও, কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে নেক আমলের ফযীলত বর্ণনা করে এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আসন! এপ্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার তিনটি বাণী শ্রবন করি:

২৪তম পারা সূরা হা'মিম সাজদার ৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

(পারা ২৪, সূরা হা'মিম সাজদা, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য অশেষ সাওয়াব রয়েছে।

অনুরূপভাবে ৩০তম পারা সূরা বাইয়েনাহ এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে: :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ جَزَاءُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারাই সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট- বসবাস করার বাগান, যার নিচে নহরসমূহ প্রবাহিত সেগুলোর মধ্যে সদা-সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِيَمُنَّ

خَشِيَ رَبَّهُ

(পারা ৩০, সূরা বাইয়েনাহ, আয়াত ৭ ও ৮)

সম্ভষ্ট এবং তারা তাঁর উপর সম্ভষ্ট। এটা তারই জন্য, যে আপন রবকে ভয় করে।

১২তম পারা সূরা হুদ এর ১১৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় সৎকাজগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয় অসৎ কাজগুলোকে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা গুনলেন তো! যে লোকেরা ঈমান আনয়ন করার পর নেক আমল করে, আল্লাহ তায়ালার সেই সৌভাগ্যবানদের এমন সাওয়াব দান করবেন, যার কোন সীমা নেই, তাছাড়া জান্নাতি বাগান সমূহ তার ঠিকানা হয়ে থাকে এবং আরো দয়া হয় যে, নেক আমলের কারণে তার গুনাহ গুলোও মিটিয়ে দেয়া হয়, সুতরাং আমাদের উচিত যে, জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে এবং অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে গণিমত মনে করে আখিরাতের জন্য অধিকহারে নেকীর ভান্ডার জমা করণ আর গুনাহ থেকে বিরত থেকে একাগ্রতা ও অটলতার সহিত জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল করাতে ব্যস্ত থাকুন।

হযরত সাযিয়দুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله تعالى عنه বলেন: নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صلى الله تعالى عليه وآله وسلم আমাদের খুতবা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাওবা করে নাও এবং ব্যস্ততার পূর্বে দ্রুত নেক আমল করে নাও আর অধিকহারে যিকিরুল্লাহ করা এবং গোপন ও প্রকাশ্যভাবে সদকা করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সহিত সম্পর্ক জুড়ে নাও, তবে তোমাদের রিযিক দেয়া হবে, তোমাদের সাহায্য করা হবে এবং তোমাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া হবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ইকামতিস সালাত..., ২/৫, হাদীস নং-১০৮১)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ এই হাদীসে পাকেও আখিরাতের ভাবনা এবং নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করে প্রিয় নবী صلى الله تعالى عليه وآله وسلم নেক আমল সম্পাদনকারীদেরকে রিযিক বৃদ্ধি এবং বিপদে সহজতার সুসংবাদ প্রদান করেছেন, কিন্তু মনে রাখবেন! অটলতার সহিত গুনাহ থেকে বাঁচা এবং নেকী করার জন্য নিজের আমলের হিসাব

করা খুবই প্রয়োজন, তাই প্রত্যেককেরই উচিত যে, তারা যেনো নিজের আমলের পরিনতি সম্পর্কে ঠান্ডা মাথায় ভাবে যে, যা কিছু আমি করছি বা করবো অথবা করতে চাই, তা আমার আখিরাতের জন্য উপকারী কি না? যে সকল মুসলমান আমলের হিসাব এবং আখিরাতে চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে নিবে, তাদের আচরণ, কথাবার্তায় ধীরে ধীরে পরিছন্নতা এসে যাবে আর তার আখিরাতও উত্তম হয়ে যাবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**। আমলের হিসাবের উপকারীতা ও গুরুত্বের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করা যায় যে, কোরআন ও হাদীসে এর প্রতি উৎসাহও দেয়া হয়েছে, যেমনটি ২৮তম পারা সূরা হাশরের ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ  
تَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾  
(পারা ২৮, সূরা হাশর, আয়াত ১৮)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, এবং প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে কি অশ্রে প্রেরণ করেছে, এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত আছেন।

এই আয়াতের আলোকে তাফসীরে ইবনে কসীরে রয়েছে, নিজের আমলের হিসাব করে নাও, এর পূর্বে যে, তোমাদের হিসাব নেওয়া হবে এবং চিন্তা করো যে, তোমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা দরবারে উপস্থাপন করার জন্য নেক আমলের ভান্ডার কতটুকু জমা করেছে।

(তাফসীরে ইবনে কসীর, ২৮ পারা, হাশর, ১৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১০৬)

হাদীসে পাকে রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম **وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ও অনেকবার আমলের হিসাব করার উৎসাহ প্রদান করেছেন, আসুন! এপ্রসঙ্গে প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর তিনটি বাণী শ্রবন করি:

**ফিকরে মদীনা সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর তিনটি বাণী**

১. **إِذَا بَسَّتِ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرِي عَاقِبَتَهُ فَإِنْ كَانَ رُشْدًا فَأَمْضِيهِ وَإِنْ كَانَ غَيًّا فَانْتِهِ عَنْهُ**। অর্থাৎ যখন তোমরা কোন কাজ করার জন্য চাইবে, তবে এর পরিনতি সম্পর্কে চিন্তা করে নাও, যদি তা ভাল হয় তবে তা করে নাও এবং যদি এর প্রতিফল ক্ষতিকর হয় তবে তা থেকে বিরত থাকো। (কানযুল উম্মাল, ৩/১০১, হাদীস নং-৫৬৭৬)

২. বুদ্ধিমানের জন্য একটি মুহূর্ত এমন হওয়া উচিত, যাতে সে নিজের নফসের হিসাব করবে। (শুয়াবুল ইমান, আবু ফি তা'দীদ নে'য়মাল্লাহ ওয়া শুকরিহা, ৪/১৬৪, হাদীস নং-৪৬৭৭)
৩. **فِي سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً** (আখিরাতের আমল সম্পর্কে) মুহূর্তকাল চিন্তা ভাবনা করা ষাট বছরের ইবাদত থেকে উত্তম। (কানযুল উম্মাল, ৩/৪৮, হাদীস নং-৫৭০৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! কোরআনে করীম এবং হাদীসে মুবারাকায় আমলের হিসাব করার কিরূপ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, সুতরাং যদি আমরা আখিরাতের কৃতকার্যতা পেতে চাই, তবে আমাদের ভালভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত যে, বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রতিদিন বিরতিহীনভাবে ফিক্কে মদীনা (হিসাব ও চিন্তা ভাবনা) করার অভ্যাস করা, অন্যথায় এমন যেনো না হয় যে, এভাবে উদাসিন অবস্থায় আমাদের মৃত্যু এসে যাবে এবং আমাদের আফসোস করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না।

## ফিক্কে মদীনা কাকে বলে?

মনে রাখবেন! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আমলের হিসাব করাকেই “ফিক্কে মদীনা” বলা হয়। ফিক্কে মদীনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মানুষের আখিরাতের বিষয়ে নিজের জীবনোপায়ের প্রতি চিন্তা ভাবনা করা, অতঃপর যে কাজ তার আখিরাতের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হতে পারে, তা সংশোধনের চেষ্টা করা এবং যে কাজ আখিরাতের ব্যাপারে উপকারী মনে হয় তাতে বৃদ্ধির প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা। অটলতার সহিত ফিক্কে মদীনা করাতে অধিকহারে বরকত অর্জিত হয়ে থাকে, এই কারণেই বুয়ুর্গানে দ্বীনরা **رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْيَوْمِينَ** খুবই একাগ্রতার সহিত ফিক্কে মদীনা (নিজের আমলের হিসাব) করতেন এবং তাতে কোন ভাবেই অলসতা করতেন না।

## সারা দিন ফিক্কে মদীনা

হযরত সাযিয়দুনা মুহাম্মদ বিন ওয়াসে' **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** বলেন যে, বসরাবাসীদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি হযরত সাযিয়দুনা আবু যর **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** এর ওফাতের পর তার সম্মানিতা স্ত্রী থেকে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি উত্তর দিলেন: তিনি সারাদিন ঘরের একটি কোণায় (আখিরাত সম্পর্কে) চিন্তাভাবনা করতে থাকতেন। (ইহইয়াউ উলুমুদীন, কিতাবুত তাকফির, ৫/১৬২)

## সর্বদা ফিক্কে মদীনা

বর্ণিত আছে যে, হযরত সাযিয়দুনা হাসান বসরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ চল্লিশ বছর পর্যন্ত হাসেননি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যখনই তাঁকে বসা অবস্থায় দেখেছি, এমন মনে হতো যেনো একজন বন্দি, যাকে গদার্ন উপড়ে ফেলার জন্য আনা হয়েছে এবং যখন কথাবার্তা বলতেন, তখন বলার ধরন এমন হতো, যেনো আখিরাতকে চোখের সামনে দেখে দেখে এর অবস্থা সম্পর্কে বলছেন আর যখন চুপ থাকতেন, তখন এমন অনুভব হতো যেনো তাঁর চোখের সামনে আগুন প্রজ্বলিত হচ্ছে। যখন তাঁকে এরূপ হতাশ ও ভীত থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন বললেন: আমি এই বিষয়ে ভয় করি যে, যদি আল্লাহ তায়ালা আমার কিছু কিছু অপছন্দনীয় আমল দেখে আমার প্রতি রাগান্বিত হন এবং এরূপ ইরশাদ করলেন যে, “যাও! আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না।” এ অবস্থায় আমার সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে!

(ইহইয়াউ উলুমুদীন, কিতাবুল খওফ ওয়ার রিজা, ৪/২৩১)

## প্রতিদিন ফিক্কে মদীনা

হযরত সাযিয়দুনা আতা' সুলামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ, যিনি খোদাভীতির কারণে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসমানের দিকে তাকাননি এবং তাঁকে কেউ মুচকি হাসতেও দেখেনি, সে সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতিদিন নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করে বলতেন: হে নফস! তুমি তোমার সীমায় থাকো এবং স্মরণ রেখো! তোমাকে কবরেও যেতে হবে, পুলসিরাতও অতিক্রম করতে হবে, শত্রু (অর্থাৎ আংটা) তোমার আশেপাশে বিদ্যমান থাকবে, যা তোমাকে ডানে বামে টানবে, তখন বিচরক হবেন রব তায়ালা পবিত্র স্বত্বা এবং জেল হবে জাহান্না, আর এর দারোগা হবেন সাযিয়দুনা মালিক (عَلَيْهِ السَّلَام), সেই দিনের বিচারক (مَعَادُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) অন্যায়ের দিকে ধাবিত হবে না এবং দারোগাও কোন ঘুষ গ্রহণ করবে না আর জেল ভাঙ্গাও অসম্ভব হবে যে, তুমি সেখান থেকে পালিয়ে যাবে, কিয়ামতের দিন তোমার জন্য ধ্বংসই ধ্বংস, এটাও জানি না যে, ফিরিশতারা কোথায় নিয়ে যাবে, সম্মান ও আরামে স্থান জান্নাতে নাকি আফসোস ও সংকীর্ণ স্থান জাহান্নামে, (এভাবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ফিক্কে মদীনা করতে থাকতেন) এ অবস্থায় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

(হিকায়াতে সালেহীন, ৫০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের বুয়ুর্গানে দীনদের رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَبِيرَةِ মাঝে ফিক্কে মদীনার প্রেরণা কিরূপ ভরা ছিলো, সেই মুবারক ব্যক্তিদের নিকট ফিক্কে মদীনার (অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব) কিরূপ গুরুত্ব ছিলো যে, সর্বদা নিজের আমল সম্পর্কে চিন্তিত থাকতেন, জানিনা আমার এই আমল আল্লাহ তায়ালার দরবারে মকবুল হয়ে আমাদের মাগফিরাতের উপায় হচ্ছে নাকি ধিকৃত হয়ে আমাদের ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। একটু ভাবুন তো, যদি আল্লাহ তায়ালার এই মকবুল বান্দারা অটলতার সহিত ফিক্কে মদীনা করে থাকেন, তবে আমরা গুনাহগারদের ফিক্কে মদীনা করা কিরূপ আবশ্যিক। ফিক্কে মদীনা করার উপকারীতা এবং না করার ক্ষতির অনুমান এই উদাহরণ দ্বারা করুন যে, যেভাবে দুনিয়াবী ব্যবসায় যেকোন ব্যক্তি তখনই সফল ব্যবসায়ী হতে পারবে, যখন সে নিজের ব্যয়কৃত সম্পদ থেকে কয়েকগুণ বেশি লাভ করতে সফল হয়ে যাবে এবং তার আসল পুঁজিও বলবৎ থাকবে। এই সফলতা অর্জনের জন্য সে নিজের ব্যবসার (Business) হিসাব নিকাশ রোজ, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক হিসেবে বন্টন করে নেয়, অতঃপর এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শুধু বাহ্যিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে না বরং তা লিখেও রাখে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে তা সংরক্ষণ করার চেষ্টাও করে, তাছাড়া কোন প্রকার ভুল দৃষ্টি গোচর হলে তা ঠিক করে এবং যা লাভ অর্জনে প্রতিবন্ধক মনে হয় তা দূর করে। যদি সে নিজের ব্যবসায়িক বিষয়ে হিসেব না করে তবে অধিকাংশ সময় লাভ হওয়া তো দূরের কথা, উল্টো ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয় আর যদি এই ক্ষতির পরও সে উদাসিনতার ঘুম থেকে জাগ্রত না হয় তবে একদিন এমনও আসবে যে, তার আসল পুঁজিও আর থাকবে না এবং সে এক এক টাকার মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। ঠিক এভাবেই যে ব্যক্তি “আখিরাতে কাজকর্মে” লাভবান হওয়ার ইচ্ছা পোষন করবে, তারও উচিত যে, নিজের কৃতকর্মের নিয়ে ভাবা, যে আমল তাকে উপকৃত করতে সহায়ক হবে, তা আরো উত্তম ভাবে করা এবং যে কাজ তার উপকার অর্জনে প্রতিবন্ধক হবে, তা ছেড়ে দিবে, যে ব্যক্তি এরূপ নিজের হিসেব অব্যাহত রাখবে, সে আল্লাহ তায়ালার দয়ায় সফলতা অর্জন করবে আর লাভ স্বরূপ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ আল্লাহ তায়ালার কাছে জান্নাতে প্রবেশ করা নসীব করবেন এবং এরূপ করার পরিবর্তে উদাসিনতার ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে সে ক্ষতিতেই থাকবে, যার প্রতিফল জাহান্নামে প্রবেশের মাধ্যমে তার সামনে আসতে পারে। (والعِبَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেবী রযবী যিয়ায়ী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** সহজ ও উত্তম পদ্ধতিতে ফিক্কে মদীনা (অর্থাৎ নিজের কৃতকর্মের হিসেব) করা সম্পর্কে আমাদের যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন, তা আসলেই প্রশংসাযোগ্য এবং আমলের উপযুক্ত, তিনি **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে সহজ ভাবে নেকী করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার পদ্ধতি সম্বলিত শরীয়ত ও তরীকতের মিলিত সমষ্টি “মাদানী ইনআমাত” নামে একটি রিসালা প্রশ্নোত্তর সহকারে প্রদান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের জন্য ৯২টি, শিক্ষার্থীনিদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের জন্য ৪০টি এবং বিশেষ (অর্থাৎ বোবা, বধির) ইসলামী ভাইদের জন্য ২৭টি মাদানী ইনআমাত রয়েছে। মাদানী ইনআমাতের এই মহান উপহার শুধু পূর্ববর্তী বুয়ুর্গদের **رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَام** স্মরণকে সতেজ করে না বরং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে ফিক্কে মদীনা করার উত্তম পদ্ধতিও বটে, এর উপর আমলকারী হয়ে আমরা নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার মহান প্রেরণা পেতে পারি, তাছাড়া একাকিত্বে মাদানী ইনআমাতের রিসালা খুলে এতে প্রদত্ত প্রশ্নাবলীর উত্তরে নিজেই “হ্যাঁ” বা “না” দ্বারা নিজের আমল ভাল মন্দ হওয়ার ব্যাপারে যাচাই করে নিজের ভুল সমূহ সংশোধন করতে পারি। যেনো এই মাদানী ইনআমাত আমাদেরকে প্রতিদিন নিজেরই প্রতিষ্ঠিত হিসেবের আদালত উপস্থিত করে আমাদের বিবেকের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং আমাদেরকে নিজের সংশোধন ও মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আসলে এই মাদানী ইনআমাত জান্নাতে প্রবেশকারী এবং জাহান্নাম থেকে দূরকারী আমলের সমষ্টি। যেনো শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** আমাদের মন্দ আমল সমূহ প্রত্যক্ষ করেই আমাদের সংশোধনের জন্য একটি অনন্য পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যেনো আমরা প্রতিদিন সময় নির্দিষ্ট করে ফিক্কে মদীনা (নিজের আমলের হিসেব) এর উপর অটলতা অর্জনে সফল হয়ে যাই। এই কারণেই অসংখ্য ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং শিক্ষার্থী প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে “ফিক্কে মদীনা” করে মাদানী ইনআমাতের পকেট সাইজ রিসালায় প্রদত্ত ছক পূরণ করে থাকে, যার বরকতে নেক হওয়া এবং

গুনাহ থেকে বাঁচার পথের প্রতিবন্ধকতা আল্লাহ তায়ালায় দয়া ও অনুগ্রহে ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে, তাছাড়া সূনাতের অনুসারী হওয়া, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমানের হিফায়তের মানসিকতাও সৃষ্টি হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## মুক্তির পথের অনন্য মাধ্যম

মাদানী ইনআমাত সম্পর্কে যদি এরূপ বলা হয় যে, এটি মুক্তি পথে পরিচালিত হওয়ার একটি অনন্য মাধ্যম, তবে সম্ভবত তা অতিরিক্ত হবে না, কেননা এর মধ্যে কিছু কিছু মাদানী ইনআমাত ফরয, কিছু কিছু ওয়াজিব এবং কিছু কিছু সূনাত ও মুস্তাহাব সম্মিলিত এবং নিশ্চয় এই কাজ আখিরাতের মুক্তির উপায় এবং জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছানোকারী, আসুন! এর মধ্য থেকে কয়েকটি মাদানী ইনআমাত সম্পর্কে শ্রবন করি:

★ সর্ব প্রথম মাদানী ইনআম হলো যে, “আপনি কি আজ কিছু না কিছু জায়য কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করেছেন? এছাড়া কমপক্ষে দু’জনকে কি এব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন?”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আমল কবুল হওয়ার জন্য আখিরাতের সাওয়াবের নিয়্যত করা আবশ্যিক, যেমনটি ১৫তম পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যে আখিরাতে চায় আর সেটার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে আর হয় ঈমানদার তবে তাদেরই প্রচেষ্টা ঠিকানায় পৌছে থাকে।

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে সদরুল আফযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নাজিমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه বলেন: আমল কবুলের জন্য তিনটি বিষয় প্রয়োজন: (১) আখিরাতের অন্বেষণ হওয়া অর্থাৎ ভাল নিয়্যত হওয়া (২) চেষ্টা করা অর্থাৎ আমলকে সুচারুভাবে এর হক সমূহ সহকারে আদায় করা (৩) ঈমান, যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

হযুর নবী করীম ﷺ এর মুবারক বাণী হচ্ছে: আমল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে নিয়্যত করে। (বুখারী, ১/২, হাদীস নং-১)

এই হাদীসে পাকের আলোকে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণেতা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসের উদ্দেশ্য এটাই যে, আমলের সাওয়াব নিয়্যতের উপরই নির্ভরশীল, নিয়্যত ছাড়া কোন সাওয়াবের দাবী করা যায়না। (নুহাতুল ক্বারী, ১/১৭২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক থেকে নিয়্যতের গুরুত্ব ও ফযীলত জানা যায়, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জায়গি ও নেক কাজের শুরুতে ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়া, যেনো এর বরকতে আমাদের আমল নামায় প্রতিদান ও সাওয়াবের ভান্ডার জমা হতে থাকে।

☆ অনুরূপ ভাবে আরেকটি মাদানী ইনআম হচ্ছে যে, “আপনি কি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায় জামাতাত সহকারে মসজিদের প্রথম সারিতে, প্রথম তাকবীরের সহিত আদায় করেছেন? তাছাড়া প্রতিবার যেকোন একজন ইসলামী ভাইকে কি আপনার সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন?”

এই মাদানী ইনআম সম্পর্কে তো আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ তাঁর “নেককার হওয়ার উপায়” রিসালায় বলেন: “শুধুমাত্র এই একটি মাদানী ইনআমের প্রতিই যদি কেউ সঠিক ভাবে অনুসরণ করে তবে তার তরী পাড় হয়ে যাবে।”

## পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায় পড়ে, তাতে ভুল না করে, তবে যে গুনাহ তার পূর্বে সংগঠিত হয়েছিলো, তা আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিবেন।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আল আনসার, ৮/১৬২, হাদীস নং-২১৭৪৯)

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন! দুই রাকাতে যেখানে এই ফযীলত, তবে যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায় এবং তাও জামাতাত সহকারে আদায় করে তবে তার তো সেরের উপর সোয়া সের হয়ে যাবে।

## ২৭ গুণ বেশি

হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, তাজেদারে মদীনা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: জামাআত সহকারে নামায, একাকী নামাযের চেয়ে ২৭ গুণ বেশী মর্যাদাবান।

(মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদে ওয়া মাওয়াদেয়েস সালাতি, বাবু ফযলি সালাতিল জামাআত..., ৩২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫০)

## জাহান্নাম থেকে মুক্তি

এই মাদানী ইনআমে প্রথম তাকবীরেরও উল্লেখ রয়েছে। এর ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, যে মসজিদে চল্লিশ রাত জামাআত সহকারে ইশার নামায এভাবে আদায় করে যে, প্রথম রাকাত ছুটে যায়নি, তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, বাবু সালাতিল ইশা ওয়াল ফজর ফি জামাআতি, ১/৪৩৭, হাদীস নং-৭৯৮)

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! চল্লিশ দিন ইশার নামায প্রথম তাকবীর সহকারে আদায় করার যেখানে এই ফযীলত রয়েছে, তবে সারা জীবন পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম তাকবীরের সহিত আদায় করার কিরূপ মর্যাদা হবে।

## মসজিদের উপস্থিতি

এই “মাদানী ইনআমে” যেহেতু জামাআত সহকারে নামায পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং জামাআত সহকারে নামায সাধারণত মসজিদেরই আদায় করা হয়, সুতরাং এই মাদানী ইনআমের প্রতি আমল করা সকাল সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমও বটে, যা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়, হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, হযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُنَّا عَدَا أَوْ رَاحَ যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা মসজিদে যায়, তবে যতবারই যাবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে আতিথেয়তা প্রস্তুত করবেন।

(মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ..., ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৬৯)

## প্রথম সারি

এই মাদানী ইনআমে প্রথম সারিতে নামায পড়ারও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যা সম্পর্কে হাদীসে পাকে বলা হয়েছে যে, যদি লোকেরা এটা জেনে যায়

যে, আযান প্রদানকারী এবং প্রথম সারিতে নামায পড়ার কিরূপ প্রতিদান রয়েছে আর এই বিষয়ে লটারী করা ছাড়া এই সৌভাগ্য অর্জন হবে না, তবে এর জন্য অবশ্যই লটারী করতো। (মুসলিম, কিতাবুস সালাত, ২৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৩৭)

## রাগ সংবরণ করা এবং ক্ষমা করে দেয়ার মাদানী ইনআম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! জামাআত সহকারে নামায আদায়কারীর এই একটি মাদানী ইনআমের উপর আমল করা কিরূপ প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে নিয়মিত আদায় করার সৌভাগ্য নসীব করুন। **أَوْسِنَ بِجَارِ النَّبِيِّ الْأَوْسَيْنِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

অনুরূপভাবে একটি মাদানী ইনআম এমনও রয়েছে যে, “আজকে কি আপনি কারো প্রতি রাগ আসা অবস্থায় চুপচাপ থেকে রাগের চিকিৎসা করেছেন, নাকি কিছু বলে দিয়েছেন? এছাড়া তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন নাকি প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজেছেন?”

এবার এই মাদানী ইনআম সম্পর্কে ভাবলে জানা যাবে যে, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ফিতনা ফ্যাসাদকে মূল থেকে উপড়ে ফেলার কিরূপ উত্তম পদ্ধতি, প্রকাশ্য যে, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে প্রতিশোধের আগুনকে নিভিয়ে দেয় এবং ক্ষমা করে দেয়া ও ধৈর্যের প্রেরণা পায় তবে ফিতনা ফ্যাসাদ এবং ঝগড়া বিবাদের মূলৎপাটন হয়ে যাবে আর এভাবে আমাদের সমাজ শান্তির নীড় হয়ে যাবে। এই মাদানী ইনআমে ক্ষমা ও মার্জনারও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, ক্ষমা ও মার্জনার উদ্দেশ্য হলো যে, যদি কোন ব্যক্তির কোন ভুল হয়ে যায় বা সে আমাদের প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়ন করে অথবা যেকোন ভাবে আমাদের কষ্ট দেয় তবে প্রতিশোধ নেয়া বা তাকে কড়া ভাষা শুনিয়ে মনের হতাশা বের করার পরিবর্তে আমরা তাকে আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষমা করে দেয়। রাগ সংবরণ করা এবং মানুষদের ক্ষমা করে দেয়া উত্তম স্বভাব এবং সুন্দর অভ্যাস। ১ম পারা সূরা বাকারার ১০৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১০৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তোমরা (তাদের) ছেড়ে দাও এবং (তাদের) ক্ষমা করতে থাকো

সরদারে মদীনা মুনাওয়ারা, সুলতানে মক্কায়ে মুকাররমা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন; যে রাগ সংবরণ করে নিবে অথচ সে প্রতিশোধ নিতে সক্ষম ছিলো তবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার অন্তরকে নিজের সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ অপরকে উৎসাহ দেয়ার পাশাপাশি নিজেও ব্যক্তিগত কাজ কর্মে ক্ষমা করতে থাকেন, তাছাড়া নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বলেন: “اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমি আমার মাঝে প্রতিশোধের অগ্রহ পাইনা”। আহ! আমরাও যদি অহেতুক রাগ, আবেগ প্রবনতা এবং নিজের ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থাকাতে সফল হয়ে যাই।

أَمِينٍ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! এই মাদানী ইনআমাতের কিরূপ বরকত, এর মাধ্যমে যেমন ফরয ও ওয়াজিবের প্রতি অটলতা অর্জিত হয়, তেমনি নিজের মাঝে বিদ্যমান অনেক সামাজিক এবং চারিত্রিক দুর্বলতাকে দূর করার সুযোগও অর্জিত হয়। এতক্ষণ তো আমরা কয়েকটি মাদানী ইনআমাতের বরকত সম্পর্কে শুনলাম, যা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, সকল মাদানী ইনআমাত নিজের মাঝে কিরূপ রহমত ও বরকত সাজিয়ে রেখেছে। সুতরাং যদি আমরা সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালায় আনুগত্য, সত্যিকার আশিকে রাসূল এবং আমলদার মুসলমান হতে চাই তবে আমাদের শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ প্রদত্ত মাদানী ইনআমাত অবশ্যই গ্রহণ করে নেয়া উচিত, এই মাদানী ইনআমাত মুক্তির পথে পরিচালিত হওয়া এবং নেককার হওয়ার অনন্য মাদানী উপায় আর বিশেষকরে গুনাহের রোগের জন্য প্রতিশোধক হিসেবে প্রমাণিত হয়ে থাকে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ বলেন: আমি মাদানী ইনআমাতকে ভালবাসি। তিনি বলেন: যদি আপনারা আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সত্য অন্তরে তা গ্রহণ করে এর উপর আমল করা শুরু করে দেয় তবে আপনারা অতি শীঘ্রই اِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকত

দেখতে পাবেন। আপনাদের **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** প্রশান্ত অন্তর নসীব হবে, বাতিনের পরিচ্ছন্নতা হবে তাছাড়া খোদাভীতি ও ইশকে রাসূলের বর্ণাধারা আপনার অন্তরে প্রবাহিত হবে। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আপনার এলাকায় দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ আশ্চর্যজনক ভাবে বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মাধ্যম, সেহেতু শয়তান আপনাকে অনেক অলসতা প্রদান করবে, বিভিন্ন ধরনের হিলা বাহানা বের করবে, আপনি মন লাগাতে পারবেন না কিন্তু সাহস হারাবেন না, **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** মন লেগেই যাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

## ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের চরিত্রকে সাজাতে এবং নিজের কথাবার্তা ও স্বভাবকে উত্তম বানাতে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং পাশাপাশি যেহী হালকার ১২টি মাদানী কাজেও অংশগ্রহণ করুন, মনে রাখবেন! যেহী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে মাসিক একটি কাজ হলো “মাদানী ইনআমাত” এর রিসালা জমা করানো, আমরা নিজেরাও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার পাশাপাশি মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করাবো, অপরকেও নিয়মিত মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করানোর মানসিকতাও প্রদান করতে থাকবো, এতে অটলতার বরকতে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** নেক আমলে উন্নতি হবে। এই মাদানী ইনআমাতের ৫৩ নং মাদানী ইনআমে রয়েছে: আপনি কি এ সপ্তাহে কমপক্ষে একজন রোগী বা অসহায় ব্যক্তির ঘরে বা হাসপাতালে গিয়ে সুন্নাহ অনুযায়ী সহানুভূতি জানিয়েছেন? এবং তাকে উপহার স্বরূপ (হোক তা মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কোন রিসালা বা লিফলেট) দেয়ার পাশাপাশি তাবীয়াতে আত্তারীয়া ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন?

রোগীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার এই মাদানী ইনআমাতেও খুবই গুরুত্ব বহন করে, কেননা নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রোগীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তবে একজন ঘোষণাকারী আসমান থেকে ঘোষণা করে যে, আনন্দিত হয়ে যাও, কেননা তোমার পথ চলা বরকতময় এবং তুমি জান্নাতে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, বাবুব মা'জাআ ফি সাওয়াব মিন আ'দ মরীদান, ২/১৯২, হাদীস নং-১৪৪৩)

আমাদেরও উচিত যে, আমরাও যেনো প্রতি সপ্তাহে এই মাদানী ইনআমের প্রতি আমল করে কমপক্ষে একজন রোগীর প্রতি সহানুভূতি অবশ্যই প্রদর্শন করি এবং তাছাড়াও অন্যান্য মাদানী ইনআমাতের উপরও আমল করে অটলতার সহিত ফিকরে মদীনা করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিন, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** এর অসংখ্য বরকত অর্জিত হবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি।

## প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার উপহার

এক ইসলামী ভাই মাদানী ইনআমাতকে খুবই পছন্দ করতো এবং তার প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার অভ্যাস ছিলো। একবার সে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সূনাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে বেলুচিস্থানে সফরে ছিলো, এরই মাঝে তার দয়ার দরজা খুলে গেলো। হলো কি! রাতে যখন সে ঘুমালো তখন তার সৌভাগ্য চমকে উঠলো, প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** তার স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে এলেন, সে তখনও নূরানী জ্বলওয়য় মগ্ন ছিলো যে, ঠোঁট মুবারাক নড়ে উঠলো এবং রহমতের ফুল ঝড়তে লাগলো, শব্দগুচ্ছ কিছুটা এভাবে সজ্জিত ছিলো: “যে মাদানী কাফেলায় প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে, আমি তাকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবো।”

**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আরো কয়েকটি মাদানী ইনআমাতের সংক্ষিপ্ত ফযীলত শ্রবন করি, যেনো আমাদের অন্তরে নফস ও আমলের হিসেব করার প্রতি আরো আগ্রহ সৃষ্টি হয়, ★ এই মাদানী ইনআমাতের মধ্যে একটি মাদানী ইনআম হলো সকল গুনাহ থেকে তাওবা করার। তাওবাকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: সকল মানুষই গুনাহগার এবং গুনাহগারদের মধ্যে উত্তম হলো সেই, যে তাওবা করে নেয়। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, বাবু ষিকরিত তাওবা, ৪/৪৯১, হাদীস নং-৪২৫১) ★ অনুরূপভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করার মাদানী ইনআমের গুরুত্বের অনুমান এই বিষয়টি থেকে করণ যে, রাসূলে আকরাম **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হলো রাতে আদায়কৃত নামায। (মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬৩) ★ একটি মাদানী ইনআম হলো

মাগরীবের নামাযের পর আদায়কৃত আওয়াবিনের নফল সম্পর্কে। এর ফযীলত সম্পর্কে এসেছে, যে ব্যক্তি মাগরীবের পর ছয় রাকাত এভাবে আদায় করলো যে, মধ্যখানে কোন কথাবার্তা বললো না, তবে এই ছয় রাকাত বার বছরের ইবাদতের সমান। (ইবনে মাজাহ, কিতাব ইকামতিস সালাত..., ২/৪৫, হাদীস নং-১১৬৭) ★ চাশতের নফল আদায় করার মাদানী ইনআমাত খুবই ফযীলত অর্জনের মাধ্যম। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: **আল্লাহ** তায়ালা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তোমরা দিনে শুরুতে চার রাকাত নামায আদায় করাতে অসমর্থ হইয়োনা, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হবো। (সুনানে কুবরা, ১/১৭৭, হাদীস নং-৪৬৮) ★ মিথ্যা থেকে বাঁচার মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করাও জান্নাতে ঘর অর্জনের মাধ্যম। নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও ঝগড়া বন্ধ করে, তার জন্য জান্নাতের কিরানায় ঘরের জামানত দিচ্ছ এবং মিথ্যা বর্জনকারীকে জান্নাতের মধ্যখানে ঘরের জামানত দিচ্ছি, যদিওবা সে কৌতুক করেই মিথ্যা বলে এবং উত্তম চরিত্রবানকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার একটি ঘরের জামানত দিচ্ছি। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, আবু ফি হুসনিল খুলক, ৪/৩৩২, হাদীস নং-৪৮০০) ★ গীবত থেকে বাঁচার মাদানী ইনআমাতের প্রতি আমল করা মুস্তফার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম।

**সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যার সম্পদ কম এবং পরিবার পরিজন বেশি আর নামায উত্তমভাবে হয় ও সে মুসলমানের গীবত করে না, যখন সে কিয়ামতের দিন আসবে, তখন আমার সাথে সে এমনভাবে থাকবে যেমন দু'টি আঙ্গুল। (মজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যুহুদ, ১০/৪৪৯, হাদীস নং-১৭৮৬৮) ★ প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় কোরআনে করীম পড়া ও পড়ানোর মাদানী ইনআমাতের প্রতি আমল করাও সৌভাগ্যের মাধ্যম। **আল্লাহ** তায়ালা **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: নিশ্চয় মানুষের মধ্যে কিছু **আল্লাহ** ওয়ালা। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: কোরআন পাঠকারী, কেননা এই লোকেরাই **আল্লাহ** ওয়ালা এবং বিশেষদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, আবু ফি ফদলি মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামাহ, ১/১৪০, হাদীস নং-২১৫) ★ বিভিন্ন ওয়ীফা পাঠ করার মাদানী ইনআমাত, যা যিকির আযকারের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী। যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে এসেছে যে, **আল্লাহ**

তায়াল্লা ইরশাদ করেন: যখন আমার বান্দা আমার যিকির করে এবং তার তার ঠোঁট আমার জন্য নড়ে, তবে আমি তার সাথেই থাকি। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, বারু ফদয়িয যিকির, ৪/২৪৩, হাদীস নং-৩৭৯২) ☆ সোমবার রোযা রাখার মাদানী ইনআমের প্রতি আমল করাও হাদীসে পাকের আলোকে পছন্দনীয় আমল। প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আমল পেশ করা হয়, সুতরাং আমি পছন্দ করি যে, যখনই আমার আমল পেশ করা হবে তখন আমি যেনো রোযাদার হই।

(ভিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বারু মা'জাআ ফি সওমুল ইসনাইন ওয়াল হামিস, ২/১৮৭, হাদীস নং-৭৪৭)

## মাদানী ইনআমাতের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা আসলে কোরআন ও হাদীসের অনেক বিধানাবলীর প্রতি আমল করাই এবং এর উপর আমল করার এতই বরকত, যার অনুমান করা সম্ভব নয়। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে স্থায়িত্বও মাদানী ইনআমাতের মাধ্যমে নসীব হয়, মোটকথা হলো যে, মাদানী ইনআমাত আখিরাতের বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং অসংখ্য কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম। আসুন! আমরা সবাই নিয়ত করে নিই যে, **اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** আজ থেকেই প্রতিদিন ফিকরে মদীনা অর্থাৎ মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করবো। **اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ**

দা'ওয়াতে ইসলামীর আইটি বিভাগ মাদানী ইনআমাতের Application ও তৈরী করেছে, যা আপনার মোবাইল ফোনে Install করে এর মাধ্যমেও ফিকরে মদীনা করতে পারবেন।

## ব্যবসায়ী মজলিশ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রায় ১০৪টি বিভাগে দ্বীনের খেদমত করে যাচ্ছে, এই বিভাগ গুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো “ব্যবসায়ী মজলিশ”, ব্যবসা হচ্ছে এমন একটি ক্ষেত্র যা প্রতিটি দেশের মেরুদণ্ডের হাড়ের ভূমিকা রাখে, বরং কয়েকটি দেশে অর্থনীতিই ব্যবসার উপর নির্ভর করে, কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে ইলমে দ্বীনের প্রতি দূরত্বের কারণে আজ মুসলমানদের একটি অংশ ব্যবসা ইসলামী সোনালী মূলনীতির প্রতি আমল করা থেকে অনেক দূরে

সরে আছে। যার ফলে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে “ব্যবসায়ী মজলিশ” প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার কাজ ব্যবসায়ী মহলের সাথে সম্পৃক্ত মানুষদের ব্যবসা সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা, তাদের মাঝে দা'ওয়াতে ইসলামীর বার্তাকে প্রসার করা এবং তাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত করে মাদানী উদ্দেশ্য অর্জন এবং বাজারে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মসজিদ বা যেকোন উপযুক্ত স্থানে ফয়যানে সুন্নাতের দরস দেয়ার ব্যবস্থা করা, যাকে চৌক দরস বলে। চৌক দরস ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে “ব্যবসায়ী কোর্স” করানোও ব্যবস্থা করা হয়, মাদানী চ্যানেলে এই বিষয়ে “আহকামে তিজারত” নামে একটি অনুষ্ঠানও রয়েছে, মোটকথা ব্যবসাকে বিশুদ্ধ অর্থে ইসলামী গন্ডির মাঝে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর এই বিভাগ সচেষ্ট রয়েছে।

আল্লাহর দয়া হয় যেনো এই ধরতে, হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পরে যায়!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরে সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা      জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা

## সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়্যারী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ এর রিসালা “১০১ মাদানী ফুল” এর ১৯ পৃষ্ঠা থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: সকল সুরমার মধ্যে উত্তম সুরমা হচ্ছে ‘ইসমাদ’, কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/১১৫, হাদীস নং- ৩৪৯৭)

☆ পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়তে পুরুষের লাগানো মাকরুহ আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরুহ নয়। (ফতোওয়ারে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)

## ঘোষণা

সুরমা লাগানো অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত

৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সাযিয়াদুনা আনাস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

### (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

### (৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدْ وَامِرٍ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কতিপয় বুয়ুগদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়াদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসুন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

### (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হযরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহায্যে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হযুর পুরনুর ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

### (৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

### (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا أَمَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর

সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।” (মাজমাউয বাওয়য়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ  
رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সত্ত্ব আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তরীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

### সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার জাদুয়াল

(১) বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বয়ান: ৫ মিনিট, (২) দোয়া মুখস্ত করা: ৫ মিনিট, (৩) ফিক্কে মদীনা: ৫ মিনিট। সর্বসাকুল্যে ১৫ মিনিট।

### সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

★ শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজ্জিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)  
★ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাকা (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাকা এবং বাম চোখে দুই শলাকা, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাকা সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ইমান, ৫/২১৮-২১৯)  
★ সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ডান দিক শুরু করতেন, তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১০১ মাদানী ফুল” এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১৬৩ মাদানী ফুল” উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি

সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুল্লাতে ভরা সফর করা।

তিন দিন হাম মা জু আপনায়ে মাদানী কাফেলা  
বে হিসাব উস কা খোদায়া! খুলদ মে হো দাখেলা

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

### কিয়ামতের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার দোয়া!

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুল্লাতে ভরা ইজতিমার মাদানী হালকায় আজকের জাদুয়াল অনুযায়ী “কিয়ামতের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচার দোয়া” মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿١٠١﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿١٠٢﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না, যেদিন সবাই পুনরুত্থিত হবে; যেদিন না ধন-সম্পদ কাজে আসবে, না পুত্রগণ; কিন্তু ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে অটুট অন্তর নিয়ে। (পারা ১৯, সূরা শো'আরা, আয়াত ৮৭-৮৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

### সম্মিলিতভাবে ফিকরে মদীনা করার পদ্ধতি (৭২ মাদানী ইনআমাত)

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) মুহর্তকাল চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম। (জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৯৭)

আসুন! মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার পূর্বে “ভাল ভাল নিয়্যত” করে নিই।

১. আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির জন্য নিজেও মাদানী ইনআমাতের রিসালা থেকে আজকের ফিকরে মদীনা (অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান) করবো এবং অপরকের উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ তায়ালা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো।
৩. যার উপর আমল হয়নি, তার জন্য আফসোস এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী মাদানী ইনআমাতের প্রতি আল্লাহ না করুক আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকীর (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো মাদানী ইনআমাতের উপর আমল) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর পরেও আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরুদ শরীফ পড়া হয়নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।
৭. মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার আসল উদ্দেশ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামী কালও মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ (অর্থাৎ ফিকরে মদীনা) করবো।
৯. যেনতেন ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করবো।

আজ যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তা নিচে দেয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (0) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ :- নিজের মাদানী ইনআমাতের রিসালার উপর দৃষ্টি রেখেই ফিকরে মদীনা করুন।

### প্রতিদিনের ৫০টি মাদানী ইনআমাত:

- (১) ভাল ভাল নিয়ত কি করেছে? (২) পাঁচ ওয়াজ নামাযা তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে কি আদায় করেছে? (৩) প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, তাসবীহে ফাতিমা, সূরা ইখলাস কি পাঠ করেছে? (৪) আযান ও ইকামতের উত্তর কি দিয়েছে? (৫) ৩১৩ বার দরুদ শরীফ কি পাঠ করেছে? (৬) মুসলমানকে কি সালাম করেছে? (৭) আপনি ও জি বলে কি কথাবার্তা বলেছে? (৮) জায়য বিষয়ের ইচ্ছায় إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ বলেছে কি? (৯) সালাম ও হাঁচি দাতার হামদ শুনে কি উত্তর দিয়েছে? (১০) দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিভাষা কি ব্যবহার করেছে? (১১) ক্ষুধা হতে কম খেয়ে পেটের কুফলে মদীনা লাগানোর চেষ্টা কি করেছে? (১২) দু'টি মাদানী দরস কি দিয়েছে? (১৩) প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় কি পড়েছে “বা” পড়িয়েছে? (১৪) ১২ মিনিট সংশোধন মূলক কিতাব এবং ফয়যানে সুন্নাত থেকে ধারাবাহিক ভাবে ৪ পৃষ্ঠা কি পড়েছে? (১৫) ফিকরে মদীনা কি করেছে? (১৬) সালাতুত তাওবা কি আদায় করেছে? (১৭) চাটাইয়ে ঘুমিয়েছে কি, মাথার পাশে সুন্নাত বস্ত্র কি রেখেছে? (১৮) সুন্নাতে কবলিয়্যা ও ফরযের পর নফল সমূহ কি আদায় করেছে? (১৯) তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবিন কি আদায় করেছে? (২০) তাহিয়্যাতুল ওয়ু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ কি আদায় করেছে? (২১) কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহ কি তিলাওয়াত করেছে? (২২) দু'জনের প্রতি ইনফিরাদি কৌশিশ কি করেছে? (২৩) দু'ঘন্টা কি মাদানী কাজে অতিবাহিত করেছে? (২৪) নিজের নিগরানের আনুগত্য কি করেছে? (২৫) কারো নিকট থেকে চেয়ে কি কোন জিনিস ব্যবহার করেছে?

(২৬) কারো দোষ সংগঠিত হলে কি তাকে সংশোধন করেছি? (২৭) পর্দার উপর কি পর্দা করেছি? তাছাড়া কিবলার দিকে মুখ করে কি বসেছি? (২৮) রাগের চিকিৎসা কি করেছি? (২৯) অহেতুক প্রশ্ন তো করিনি? (৩০) নামুহরিম আত্মীয় স্বজন/ নামুহরিম প্রতিবেশীর সাথে কি শরয়ী পর্দা করেছি? (৩১) সিনেমা, নাটক, গান বাজনা থেকে বিরত থেকেছি? (৩২) ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা কি করেছি? (৩৩) অপবাদ, গালাগালি করা থেকে কি বিরত থেকেছি? (৩৪) অন্যের কথা তো কাটিনি? (৩৫) সাদায়ে মদীনা কি লাগিয়েছি? (৩৬) চোখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে কি দৃষ্টিকে নিচের দিকে রেখেছি? (৩৭) অপরের ঘরের ভেতর উঁকি মারা থেকে বাঁচার কি চেষ্টা করেছি? (৩৮) মিথ্যা, গীবত, চুগলি, হিংসা, অহঙ্কার, ওয়াদা খেলাফী থেকে কি বিরত ছিলাম? (৩৯) দিনের অধিকাংশ সময় কি ওয়ু অবস্থায় ছিলাম? (৪০) শ্রোতার চেহারা দিকে তো দৃষ্টি নিবন্ধ করিনি? (৪১) সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? (৪২) মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন রেখেছি? (৪৩) সবার সাথে একইরূপ সম্পর্ক কি রেখেছি? (৪৪) নামায ও দোয়ায় কি বিনয় ও নশ্তা বজায় রেখেছি? (৪৫) বিনয়ের এমন শব্দ তো বলিনি যার সমর্থন অন্তরে ছিলো না? (৪৬) মুখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে ইশারায় এবং ৪বার লিখে কথাবার্তা বলেছি কি? (৪৭) একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারার অডিও, ভিডিও বা মাদানী চ্যানেল ১ ঘন্টা ১২ মিনিট কি দেখেছি? (৪৮) হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, সে আঘাত দেয়া, অউহাসি দেয়া থেকে কি বিরত ছিলাম? (৪৯) প্রয়োজনীয় কথা অল্প শব্দে কি বলেছি? (৫০) সারাদিন মাদানী হুলিয়া কি পরিধান করে ছিলাম?

### কুফলে মদীনার কার্যবিবরণি

❖ ❖ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করা ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ কুফলে মদীনা চশমা ব্যবহার ১২ বার

### সাপ্তাহিক ৮টি মাদানী ইনআমাত

(৫১) সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ ছিলো? (৫২) ইজতিমার পর ৪ জনের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিয কি করেছেন? (৫৩) রোগীর শশ্রুশা কি করেছি? (৫৪) মাদানী দাওরায় কি অংশগ্রহণ করেছি? (৫৫) যারা পূর্বে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত ছিলো কিন্তু এখন আসে না, তাদেরকে আবারো সম্পৃক্ত করার কি চেষ্টা করেছি? (৫৬) মসজিদ ইজতিমায় (সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা) কি অংশগ্রহণ করেছি? (৫৭) চিটি কি প্রেরণ করেছি? (৫৮) সোমবার শরীফের রোযা কি রেখেছি?